রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ১৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৭, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৭—১৯১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৫—২৬৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯—৬৫
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৫৯—৩৯৭
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২১—২৩
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ কার্তিক ১৪২৮/০৩ নভেম্বর ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৫.২১ (বি.মা.)-৪৬৫—যেহেতু, মোঃ লিয়াকত আলী সেখ (পরিচিতি নং ১৬৫৫৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুড়া বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৩-১০-২০১৮ তারিখ হতে ১৩-০৪-২০২১ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুরা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে শেরপুর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের কয়রাখালি বাজারের নিকটবর্তী বুড়িগাড়ি খালের পারে "মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা ২০২০" অনুসারে মোট ২২টি গৃহ নির্মিত হয়েছে যার স্থান নির্মাণের বিষয়ে আপনি ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৭-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৫.২১ (বি.মা)-২৫৬ নং স্মারকে এই অভিযোগের উপর কারণ দর্শাতে বলা হয় এবং এই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরনীর পরিপ্রেক্ষিতে ০৫-০৯-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১৪-১০-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে বলেন কর্মকর্তা সালাহ্উদ্দিন আহমেদ (পরিচিতি নং-১৬৫২১) বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোঃ লিয়াকত আলী সেখ (পরিচিতি নং ১৬৫৫৭), তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪। যেহেতু, প্রকৃতপক্ষে ৭টি ঘর নয় বরং ঘরের পেছনের অংশ রান্না ঘর ও শৌচাগার অতিবর্ষণের কারণে ধসে গেছে যা নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্যোগঘটিত দুর্ঘটনামাত্র আর আশ্রয়ণের ঘর নির্মাণের নিমিত্ত ভুল স্থান নির্বাচনের কারণেও এমন দুর্ঘটনা ঘটেনি বরং স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণক্রমে প্রস্তাবিত স্থানে একাধিক প্রাথমিক পরিদর্শন করা হয়েছে, চলমান মুজিব শতবর্ষে কোনো নাগরিক গৃহহীন থাকবে না এমন চেতনার বাস্তবায়নকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিযুক্ত কর্মকর্তা পূর্বাপর সতর্ক ও যত্নশীল ছিলেন, কোনো মহল বিশেষ অসদুদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত স্বাভাবিক কোনো দুর্ঘটনা থেকে সরকারি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এইরূপ অপপ্রচার করতে পারেন এই মর্মে তার বক্তব্য তুলে ধরে অভিযুক্ত সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত অজানা ও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়ে থাকলে তার জন্য নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন; এবং

৫। যেহেতু, নথি পর্যালোচনা, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও বক্তব্য পর্যালোচনায় জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ আমলযোগ্য বা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ (পরিচিতি নং ১৬৫৫৭), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুড়া বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রাথমিকভাবে আনীত অভিযোগসমূহের উপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ার মত পর্যাপ্ত ও প্রমাণযোগ্য ভিত্তি না থাকায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৬.২১ (বি.মা.)-৪৬৬—যেহেতু, জনাব রুবায়েত হায়াত শিপলু (পরিচিতি নং ১৬৯৮০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১২-০৭-২০২০ তারিখ হতে ০৫-০৪-২০২১ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার শিলই ইউনিয়নে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে নির্মিত গৃহসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকসা ও প্রাক্কলন যথাযতভাবে অনুসরণ না করার কারণে নির্মিত ঘরগুলোতে ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৭-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৬.২১(বি.মা)-২৬০ নং স্মারকে এই অভিযোগের উপর কারণ দর্শাতে বলা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরনীর পরিপ্রেক্ষিতে ০৭-০৯-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৪-১০-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নতি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা মোঃ নোমান হোসেন (পরিচিতি নং-১৬৬৮৯) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মুন্সিগঞ্জ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য, অপর পক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব রুবায়েত হায়াত শিপলু (পরিচিতি নং ১৬৯৮০), তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগনামাটি প্রণীত হয়েছে তার ভিত্তি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা এর ০৪ জুলাই ২০২১ তারিখের ০৫.৩০.৫৯০০.৩০৩.২৮.০০২.২০-৪৬৯ নং স্মারকে প্রেরিত প্রতিবেদন, প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন মুন্সিগঞ্জ জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও এই পাঁচ সদস্যের কমিটির মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব-ই শুধু কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা নন এবং বাকি ০৪ (চার) জন সদস্যের সকলেই কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় তাদের কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে কারিগরি বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে; এবং

৫। যেহেতু, অভিযোগনামায় উল্লিখিত প্রতিটি কারিগরি ঘাটতি বিষয়ক অভিযোগের বিপরীতে অভিযুক্তের জবাব বিবেচনার দাবি রাখে এমন যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং আবার, প্রতিবেদনটির 'সার্বিক মন্তব্য' পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে লক্ষিত ত্রুটিগুলো সংশোধনযোগ্য এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সঠিক তদারকির অভাবে ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো তৈরি হয়েছে; এবং

৬। যেহেতু, 'সার্বিক মন্তব্য এর বিপরীতে অভিযুক্তের জবাব পরতাল করে দেখা যায়, যে সমস্ত কারিগরি ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে অভিযুক্ত অনুমোদিত ডিজাইন উল্লেখ করে তা সম্পাদন করার পাশাপাশি বহুসংখ্যকবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের দাবি করেছেন এবং তাঁর কর্মস্থলে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার এই সব নির্মাণাধীন গৃহের ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক এ সকল ত্রুটিবিচ্যুতি উদঘাটিত হয়নি মর্মে মন্তব্য করেছেন; এবং

৭। যেহেতু, অভিযুক্তের দাবি মতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উদঘাটিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন গৃহগুলোর নির্মাণ কাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সরকারি কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকেই অবসিত হয়েছে এবং কর্মস্থল থেকে চলে আসার পর এ সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন মহলবিশেষ কর্তৃক কোন অসদুদ্দেশ্যে উত্থাপিত হয়ে থাকতে পারে; এবং

৮। সেহেতু, জনাব রুবায়েত হায়াত শিপলু (পরিচিতি নং ১৬৯৮০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে অনুসন্ধান উপযোগী কোন গুরুতর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতার পর্যাপ্ত ভিত্তি না থাকায় কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় থেকে উক্ত বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধিমতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম

সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১২.১৮-১৪০৬—যেহেতু, জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নং ১৫৬১১), প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, (সাময়িক বরখাস্তকৃত) গত ০৬-০৩-২০১৬ হতে ০৫-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ-এ কর্মরত থাকাকালে অন্যায় উদ্দেশ্যে এলএ চেক নম্বর-০১০৪৩৬ ব্যবহার করে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ কর্তৃক ০৫-১২-২০১৭ তারিখ স্বাক্ষরিত ৫.০০.০০.০০০/-(পাঁচ কোটি) টাকার একটি এমব্যুস কোড নম্বর -৭-০৭৪২-০০০০-৯৪০১ এর ভিত্তিতে ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মচারীদের বেতন শিরোনামে চলতি হিসাব নম্বর-৩৪১১২০০০০০২৮৪ এ ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা জমা করেন; তিনি উক্ত হিসাব নম্বর হতে ০৬-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২০৬২৬৩৯ নং চেকের মাধ্যমে ২,০০,০০,০০০/-(দুই কোটি) টাকা এবং ০৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৪১৩৫৬২১ নং চেকের মাধ্যমে ২,৯৪,০০০০০/-(দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকা অন্যায় উদ্দেশ্যে উত্তোলন করেন; এছাড়া তিনি ০৬-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা অন্যায়ভাবে Tapon INST Num CB 34112062638 বরাবর ব্যালেন্স ট্রান্সফার করে সর্বমোট ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা আত্মসাত করেন; জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে তার স্বাক্ষরিত অপর একটি এলএ চেক (নম্বর-০১০৪৩৪) পাওয়া যায় এবং জালিয়াতি করে আত্মসাতের উদ্দেশ্যে উক্ত চেকের মাধ্যমে তার বরাবর ১০,০০,০০,০০০/-(দশ কোটি) টাকার এমব্যুস প্রেরণের অপেক্ষায় ছিল, যা কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে উক্ত চেক কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের হেফাজতে নেয়া হয় এবং তার দ্বারা উক্ত অর্থ আত্মসাত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়; জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম এর এরূপ কার্যকলাপ 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও দুর্নীতি (Corruption)' এর সামিল এবং ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও দুর্নীতি (Corruption)' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, কারণ দর্শানোর জবাব ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য ও পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম গর্হিত অপরাধ করেছেন; তিনি ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন ও ১০ (দশ) কোটি টাকা আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন; তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ও তার দ্বারা সংঘটিত অপরাধ গর্হিত পর্যায়ের অপরাধ হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার নিকট প্রেরণ করা হয়; দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ১৫৬১১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণের' (Dismissal from Service) সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং একই বিধিমালার ৭(১০) বিধি ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়; বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ১৫৬১১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

৪। যেহেতু, জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর ১৫৬১১)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৫। সেহেতু, জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নং ১৫৬১১), প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, (সাময়িক বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' (Dismissal from Service) গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম

সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ

প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৭ ডিসেম্বর ২০২১

নং ০৭.০০.০০০০.০৮২.০২৭.০০২.২১-৪১৩—যেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম রহমান (বর্তমানে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ে অতিরিক্ত উপ-মহা হিসার-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে পদায়িত) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় থেকে গত ১৪-০৬-২০২০ তারিখে জারীকৃত অফিস আদেশকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটস অ্যাপ-এর বিসিএস অডিট এন্ড একাউন্টস্ নামক গ্রুপে শিষ্টাচার বহির্ভূত মতামত প্রকাশ/প্রচার কারেন;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের ন্যায়ানুগ আদেশের প্রত্যক্ষ সমালোচনা এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct) এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রজু করে এ বিভাগের ২৯-০৮-২০২১ তারিখের ২৭১ ও ২৭২ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ১৪-০৯-২০২১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং গত ২৪-১০-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানকালে জনাব মোঃ গোলাম রহমান তাঁর আচরণের জন্য দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রর্থনা করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম রহমান (অতিরিক্ত উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক)-কে ভবিষ্যতে চাকরি শৃঙ্খলা, আচরণ বিধি এবং মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য "সতর্ক" করে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আব্দুর রউফ তালুকদার

সিনিয়র সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২৩ নভেম্বর ২০২১

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১১.১৭-৪৭০—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর সংঘস্মারক (Memorandum of Association) এর অনুচ্ছেদ ২৫ মোতাবেক 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি' ক্যাটাগরিতে পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল) এর স্থলে জনাব সেলিমা সুলতানা এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব-কে উক্ত কর্পোরেশন এর পরিচালক পর্ষদে যোগদানের তারিখ হতে ২(দুই) বছর অথবা তাঁর পিআরএল-এ গমনের পূর্ব পর্যন্ত (যেটি পূর্বে হয়) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

উপসচিব।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩১.১৪.০২৮.২০২১-৬৭৮—পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সংঘ বিধির ৬(এ), ৬(ই), ৩৬ এবং ৩৮ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-কে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হ'লো।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আমিন শরীফ

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২২ নভেম্বর ২০২১

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.১৯-৩৩২—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় ১৭-০১-২০১৯ তারিখ আনুমানিক ৪.১৫ ঘটিকায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের নির্মাণাধীন হাসপাতাল ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের গাড়ী বারান্দার পোর্চের ছাদ ঢালাই এর সময় ছাদ ধ্বসে পড়ে এবং শ্রমিক হতাহত হয়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৭-০১-২০১৯ তারিখে ২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৪৮০.২০১৯-৪১/১ নম্বর স্মারকে ০৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী কোনো ঢালাই কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি ও নির্দেশনা মোতাবেক হওয়ার কথা থাকলেও আপনি তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত না করে ঠিকাদারকে ঢালাইয়ের অনুমতি প্রদান করেন। দরপত্র সিডিউল মোতাবেক ঢালাইয়ের কাজে Formwork/Shuttering -এ Steel Prop ব্যবহার না করে কাঠ ও বাশেঁর Shuttering ব্যবহারের সম্মতি প্রদানে আপনার দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা, সেচ্ছাচারিতা ও গাফিলতি প্রমাণ করে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৭-০১-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০১.১৯-২৩ নম্বর স্মারক মারফত আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, আপনার কর্তৃক গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২৩-০১-২০১৯ তারিখের কারণ দর্শানোর জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০৪/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৫-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯.১৯-১২৫ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক আপনাকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনার বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব এবং ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানীর ভিত্তিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপনার অভিযোগের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে আপনার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে, ২২-১২-২০২০ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৯-১৯-৩৫২ নম্বর স্মারকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। আপনি ২৯-১২-২০২০ তারিখে ২য় নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত লিখিত জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ক) মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" (৮ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে) গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্ম কমিশন হতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি [৩] (ক) অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ'কে, "নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" (৮ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে) দণ্ড প্রদানের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৪/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর [৩] (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" (৮ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডে) দণ্ড প্রদান করা হলো। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের ১৭-০১-২০১৯ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৩.২৭.০০১.১৯-২৩ নম্বর স্মারকে জারিকৃত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

সচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/৩০ নভেম্বর ২০২১

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২০.১৮-৭৯০—যেহেতু, ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর চৌধুরী (১৩০০১) সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন), সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর গত ০১-০৭-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানের নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হতে প্রাপক বর্তমানে প্রবাসে থাকে জানিয়ে নোটিশ ফেরৎ আসে। পরবর্তীকালে বিধি অনুযায়ী তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সে প্রেক্ষিতে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর চৌধুরী এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপ পূর্বক একই বিধিমালার, ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনও একমত প্রকাশ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

সেহেতু, ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবীর চৌধুরী (১৩০০১) সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন), সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপ পূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১০.২০২১-৭৮৯—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ মন্ডল হাসান জাহীদ (১৭৭৯২), প্রভাষক (গণিত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে The University of Texas at Arlington. USA-তে পি.এইচ.ডি. কোর্সে গবেষণার জন্য এ বিভাগের ০৭-০৭-২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৭৫৪ নং স্মারক অনুযায়ী ০৪ (চার) বছরের প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে এ বিভাগ হতে পূর্বের প্রেষণের ধারাবাহিকতায় তাঁকে আরো ০৪ (চার) মাস ১৫ (পনের) দিনের প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, তাঁর প্রেষণের মেয়াদ ৩১-০৫-২০২০ তারিখে শেষ হলেও তিনি অধ্যাবধি কর্মে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, হতে তাঁর নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি জবাবে কর্মে যোগদানের পরিবর্তে নতুন করে পোষ্ট ডক্টরাল কোর্সের জন্য ০১ (এক) বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের আবেদন করেন। উল্লেখ্য গত ২৮-০৭-২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়;

যেহেতু, সে অনুযায়ী জনাব মোঃ মন্ডল হাসান জাহীদ-কে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগারে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান হবে (Ceases to be in Government employ);

যেহেতু, বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব মোঃ মন্ডল হাসান জাহীদ-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত প্রকাশ করেছে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ মন্ডল হাসান জাহীদ (১৭৭৯২), প্রভাষক (গণিত), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-কে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ২৯-০৭-২০২০ খিষ্টাব্দ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন

সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২১-১৭৩—২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **'জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা কমিটি'** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করো হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১	২	৩
১.	অধ্যাপক ড. খালেদা ইসলাম পরিচালক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে চেয়ারম্যান, নিওনেটোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহাবাগ, ঢাকা।	সদস্য
৩.	ড. সাহানা পারভীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিসিএস আইআর, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৪.	জনাব খান মোঃ রেজা-উন-নবী উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২১-১৭২—২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **'এপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমিটি'** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করো হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১	২	৩
১.	অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান খান ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ড. এইচ এম আসাদুল হক ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া চেয়ারম্যান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪.	খান মোঃ রেজা-উন-নবী উপসচিব, অধিশাখা-১২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২১-১৭১—২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **'ফিজিক্যাল সায়েন্স কমিটি'** যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করো হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১	২	৩
১.	অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কাশেম মিয়া কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মজুমদার পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৪.	খান মোঃ রেজা-উন-নবী উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২১-১৭০—২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অর্থায়নের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য 'এগ্রিকালচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট কমিটি' যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করো হলো:

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	কমিটিতে অবস্থান
১	২	৩
১.	অধ্যাপক ড. পরিমল কান্তি বিশ্বাস কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২.	অধ্যাপক ড. মোঃ আবু হাদী নূর আলী খান পরিচালক, বাউরেস, প্যাথলজি বিভাগ, ভেটেরিনারি অনুষদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মননসিংহ।	সদস্য
৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম সরোয়ার ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	সদস্য
৪.	খান মোঃ রেজা-উন-নবী উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
খান মোঃ রেজা-উন-নবী
উপসচিব।

শাখা-০৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৫ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৩৯.০০.০০০০.০০৫.১১.১১৭.১৪-২৭৫—বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৯) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) জন খণ্ডকালীন সদস্য-এর নিয়োগের মেয়াদ গত ১১-০৬-২০২১ তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁদেরকে পরিষদের বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	সদস্যে নাম , পদবি ও কর্মস্থল	মন্তব্য
১.	অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, রসায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	
২.	অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০০৫.১১.১১৭.১৪-২৭৮—বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর বোর্ডে খণ্ডকালীন সদস্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন-এর পরিবর্তে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নিরঞ্জন দেবনাথ-কে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের বোর্ডে খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ সাজেদুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২৯ নভেম্বর ২০২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৫.২০-৩৩১—যেহেতু, বেগম তামিনা তাসমিন (৬০২১৯২), নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব, সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (পূর্বতন কর্মস্থল: সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, ঢাকা)-এর অনুকূলে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট এর আওতায় অস্ট্রেলিয়ার Swinburne University of Technology' তে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের উপর Master of Engineering (Research) এ অধ্যায়নের নিমিত্ত এ বিভাগের ০৬-১১-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২২.১৫.০৬০.১০-৭৭১ সংখ্যক পত্রে ১৪-১১-২০১৭ হতে ১৩-১১-২০১৯ পর্যন্ত ২ (দুই) বছর মেয়াদী প্রেষণাদেশ (Deputation) মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, পরবর্তীতে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), এর সুপারিশ মোতাবেক এ বিভাগের সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখার ১৮-১১-২০১৯ তারিখের ৮৯৯ সংখ্যক স্মারকে প্রেষণের মেয়াদ ১৩-১১-২০১৯ হতে ২৮-১২-২০১৯ পর্যন্ত ১ (এক) মাস ১৫ (পনেরো) দিন বর্ধিত করা হয়। প্রেষণ শেষে তিনি গত ২৯-১২-২০১৯ তারিখে যোগদান করেন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক তাকে পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকায় পদায়ন করা হয়;

যেহেতু, তিনি সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকায় ০২-০৪-২০২০ তারিখে যোগদানপূর্বক দায়িত্বভার গ্রহণ করে কর্মচারীদের বেতন বিল স্বাক্ষর করার পর হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি গত ২২-০১-২০২০ তারিখ মঞ্জুরীকৃত প্রেষণাদেশের মেয়াদ (Deputation) ০২-০২-২০২০ হতে ০১-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪(চার) মাস বর্ধিতকরণের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করেন। প্রাপ্ত আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরীকৃত প্রেষণাদেশ বর্ধিতকরণের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত কতিপয়

তথ্যাদির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক পুনরায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন দাখিল করার জন্য বলা হলে তিনি তা না করে এবং কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু, তিনি সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকাতে যোগদানপূর্বক দায়িত্বভার গ্রহণের পর হতে গত ০২-০২-২০২০ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে ষ্টেশন ত্যাগ করে বিদেশে গমন করেন এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা করেন যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) ও ২(চ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct) এবং 'পলায়ন' (Desertion) এর শামিল;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য তাকে একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ০৫/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে কেন তাকে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে ২৮-১০-২০২০ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তার সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা প্রেরণ করে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করতে চান কি-না তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ে জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানির আগ্রহ প্রকাশ করেননি;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজন হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক, উপ-সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৪-১২-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী আনীত বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং পলায়ন এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে তাকে কেন গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না সে মর্মে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানের নোটিশ তার দাপ্তরিক, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তার নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং 'পলায়ন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (খ) অনুযায়ী গুরুদন্ড "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এতদবিষয়ে বংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক বেগম তামিনা তাসমিন (৬০২১৯২), নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব, সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (পূর্বতন কর্মস্থল: সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, ঢাকা)-কে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" এর সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, বেগম তামিনা তাসমিন (৬০২১৯২), নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব, সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (পূর্বতন কর্মস্থল: সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (খ) অনুযায়ী "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদন্ড আরোপের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রেরণ করা হলে তিনি সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

সেহেতু, এক্ষণে বেগম তামিনা তাসমিন (৬০২১৯২), নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব, সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (পূর্বতন কর্মস্থল: সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) (খ) মোতাবেক গত ০২-০২-২০২০ তারিখ থেকে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদন্ডে দন্ডিত করা হলা।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম

সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২১.২১-৩৩২—যেহেতু, জনাব সুমন সিংহ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), দোহাজারী সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখ থেকে সড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন;

এবং

যেহেতু, "চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলাকালে গত ২৫-০৬-২০২১ তারিখে ৩নং গার্ডার বেয়ারিং প্যাডের উপর বসানোর সময় উজানের দিকে কাত হয়ে Domino Effect অনুযায়ী উজানে থাকা ২নং গার্ডারের উপরে পড়ে এবং উভয় গার্ডার কাত হয়ে উজানের ১নং গার্ডারের উপরে পড়ে ফলে তিনটি গার্ডারই নদী গর্ভে পতিত হয়। গার্ডারগুলি নদীতে পড়ার সময়ে p1 এবং p2 উভয় পিয়ারের পিয়ার ক্যাপ এবং পিয়ার পাইল ক্যাপের কংক্রিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সময়ে উক্ত স্পেনের নিচে থাকা স্কেফোল্ডিং এর অধিকাংশ গার্ডারের নীচে পড়ে নদী গর্ভে তলিয়ে যায় ফলে উক্ত স্পেন বরাবর নদী গর্ভে Navigational Hazard তৈরি হয়েছে;

এবং

যেহেতু, উক্ত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭-৬-২০২১ তারিখে এ বিভাগের মনিটরিং টিম কর্তৃক সরেজমিনে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সুপারভিশনে জনাব সুমন সিংহ এ পদ্ধতিগত ত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় দুর্ঘটনাকালে উজান থেকে ১ এবং ২নং গার্ডার কাস্টিং, স্ট্রেসিং এবং শিফ্টিং এর পরে বেয়ারিং প্যাডের উপরে বসানো হয়েছিল এবং ক্রস গার্ডারের রড প্লেস করার পড়ে সাইড শাটার লাগানোর কাজ চলছিল বলে জানা যায়। তদুপরি গার্ডারদ্বয় MS Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল বলে ঠিকাদারের প্রতিনিধি জানান। এইভাবে উজান থেকে ৫নং গার্ডার কাস্টিং, স্ট্রেসিং এবং শিফ্টিং এর পরে বেয়ারিং প্যাডের উপরে বসানো ছিল এবং গার্ডারটি MS Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল। শুধুমাত্র উজান থেকে ৩ ও ৪নং গার্ডারদ্বয় কাস্টিং ও স্ট্রেসিং করা ছিল কিন্তু শিফ্টিং করা হয়নি বিধায় MS Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল না বলে জানা যায়, যা দুর্ঘটনার পূর্বে তোলা ছবি হতে প্রতিয়মান হয়;

এবং

যেহেতু, উক্ত প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নের সময় তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং সেতুর ডিজাইনটি ২০১২ সালে অনুমোদিত হলেও উহার বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২০১৭ সালে শুরু করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্মাণাধীন সেতুর সেন্ট্রাল লাইনে এলাইনমেন্ট চট্টগ্রাম প্রান্তে ভাটির দিকে বাঁকানো/ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার বিষয়টি তিনি যথাসময়ে কর্তপক্ষের নজরে আনেনি। এমনকি তার গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য সন্নিবেশিত কোনো Quality Assurance Plan পাওয়া যায়নি। এতে কর্তব্য কাজে তার চরম গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়।

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের কাজ ঠিকাদার সরাসরি নিজস্ব জনবল দ্বারা সম্পন্ন না করে শুরুতেই সাব-কন্টাক্টর নিয়োগে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত সাব-কন্টাক্টর নিয়োগ করে বর্ণিত প্রকল্পের ঠিকাদার তার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তিনি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। এতে প্রকল্পের কাজে দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এবং

যেহেতু, সেতুর গার্ডার শিফটিং এর সময়ে জ্যাকের মুভমেন্টের synchronization না হলে গার্ডারটি unstable হয়ে পড়ে তাই গার্ডার শিফটিং এর কাজটি যথাযথ সর্তকতার সাথে অভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট তদারকি না থাকায় নিয়োগকৃত ঠিকাদার অনভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করায় এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিতভাবে অনুমিত হয়।

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত ২৫-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত গড় ভৌত অগ্রগতি ৮৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৭৯%। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রকল্পের নিম্ন অগ্রগতি (Low Progress) পরিলক্ষিত হয়েছে;

এবং

যেহেতু, তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রকল্পের কাজের ঘনঘন মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের ধীর অগ্রগতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) অনুযায়ী কর্ম আদায়ের জন্য যথাযথ তদারকি না করে দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন;

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল এবং দুর্ঘটনাটি মাত্র ০৫ দিন পূর্বে ঘটে তাই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নির্ধারিত তারিখে প্রকল্পের কাজ কোনোক্রমেই সম্পন্ন করা সম্ভর ছিল না যা তার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলার পরিচায়ক;

এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ চাকুরী শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২১ রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, জনাব সুমন সিংহ গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং এতদবিষয়ে গত ১১-১০-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

এবং

যেহেতু, এতদসংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের কতিপয় বিষয়াদি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) চট্টগ্রাম জোন-কে গত ০৩-১১-২০২১ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮. ২৭.০২১.২১-৩০১ সংখ্যক স্মারকে পত্র দেয়া হয়। তার থেকে প্রাপ্ত ২২-১১-২০২১ তারিখের ৩৫.০১.১৫২৮.০১১.১৬.১৮৬.২১-২৩৫৭ সংখ্যক স্মারকের জবাব/তথ্যাদি, জনাব সুমন সিংহ এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে এ ধরনের কাজে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এবং

সেহেতু, এক্ষণে জনাব সুমন সিংহ নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), দোহাজারী সড়ক বিভাগ, চট্টগ্রাম-কে দায়িত্ব পালনে আরও সর্তক থাকবেন এ পরামর্শসহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মতে "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং ০৬/২০২১) এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৬ ডিসেম্বর ২০২১

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২২.২১-৩৩৫—যেহেতু, জনাব মোঃ শাফায়াত বিন রশিদ (পরিচিতি নং ৬০২৩৬৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী চঃ দাঃ, পটিয়া সড়ক উপ-বিভাগ, চট্টগ্রাম) গত ১৬-১১-২০২০ তারিখ থেকে দোহাজারী সড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন;

এবং

যেহেতু, "চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলাকালে গত ২৫-০৬-২০২১ তারিখে ৩নং গার্ডার বেয়ারিং প্যাডের উপর বসানোর সময় উজানের দিকে কাত হয়ে Domino Effect অনুযায়ী উজানে থাকা ২নং গার্ডারের উপরে পড়ে এবং উভয় গার্ডার কাত হয়ে উজানের ১নং গার্ডারের উপরে পড়ে ফলে তিনটি গার্ডারই নদী গর্ভে পতিত হয়। গার্ডারগুলি নদীতে পড়ার সময়ে p1 এবং p2 উভয় পিয়ারের পিয়ার ক্যাপ এবং পিয়ার পাইল ক্যাপের কংক্রিট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একই সময়ে উক্ত স্পেনের নিচে থাকা স্কোফোল্ডিং এর অধিকাংশ গার্ডারের নীচে পড়ে নদী গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার ফলে উক্ত স্পেন বরাবর নদী গর্ভে Navigational Hazard তৈরি হয়েছে;

এবং

যেহেতু, উক্ত দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭-৬-২০২১ তারিখে এ বিভাগের মনিটরিং টিম কর্তৃক সরেজমিনে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে সুপারভিশনে জনাব মোঃ শাফায়াত বিন রশিদ এর পদ্ধতিগত ত্রুটি ও ঘাটতি রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় দুর্ঘটনাকালে উজান থেকে ১ এবং ২নং গার্ডার কাস্টিং, স্ট্রেসিং এবং শিফ্টিং এর পরে বেয়ারিং প্যাডের উপরে বসানো হয়েছিল এবং ক্রস গার্ডারের রড প্লেস করার পড়ে সাইড শাটার লাগানোর কাজ চলছিল বলে জানা যায়। তদুপরি গার্ডারদ্বয় Ms Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল বলে ঠিকাদারের প্রতিনিধি জানান। একইভাবে উজান থেকে ৫নং গার্ডার কাস্টিং, স্ট্রেসিং এবং শিফ্টিং এর পরে বেয়ারিং প্যাডের উপরে বসানো ছিল এবং গার্ডারটি Ms Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল। শুধুমাত্র উজান থেকে ৩ ও ৪নং গার্ডারদ্বয় কাস্টিং ও স্ট্রেসিং করা ছিল কিন্তু শিফ্টিং করা হয়নি বিধায় Ms Pipe, Rod, Angle প্রভৃতি দিয়ে ওয়েল্ডিং করে আটকানো ছিল না বলে জানা যায়, যা দুর্ঘটনার পূর্বে তোলা ছবি হতে প্রতীয়মান হয়;

এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্মাণাধীন সেতুর সেন্ট্রাল লাইনে এলাইনমেন্ট চট্টগ্রাম প্রান্তে ভাটির দিকে বাঁকানো/ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার বিষয়টি তিনি যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের নজরে আনেনি। এমনকি তার গৃহীত কার্যক্রমের তথ্য সন্নিবেশিত কোনো Quality Assurance Plan পাওয়া যায়নি। এতে কর্তব্য কাজে তার চরম গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়;

এবং

যেহেতু, সেতুর গার্ডার শিফটিং এর সময়ে জ্যাকের মুভমেন্টের synchronization না হলে গার্ডারটি unstable হয়ে পড়ে তাই গার্ডার শিফটিং এর কাজটি যথাযথ সর্তকতার সাথে অভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে তার সুস্পষ্ট তদারকি না থাকায় নিয়োগকৃত ঠিকাদার অনভিজ্ঞ জনবলের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করায় এ ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিতভাবে অনুমিত হয়।

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত ২৫-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত গড় ভৌত অগ্রগতি ৮৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৭৯%। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রকল্পের নিম্ন অগ্রগতি (Low Progress) পরিলক্ষিত হয়েছে;

এবং

যেহেতু, তিনি প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে প্রকল্পের কাজের ঘনঘন মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের ধীর অগ্রগতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) অনুযায়ী কর্ম আদায়ের জন্য যথাযথ তদারকি না করে দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন;

এবং

যেহেতু, প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল এবং দুর্ঘটনাটি মাত্র ০৫ দিন পূর্বে ঘটে তাই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নির্ধারিত তারিখে প্রকল্পের কাজ কোনোক্রমেই সম্পন্ন করা সম্ভর ছিল না যার তার পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলার পরিচায়ক;

এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ চাকুরী শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০২১ রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ শাফায়াত বিন রশিদ গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং এতদবিষয়ে গত ১১-১০-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

এবং

যেহেতু, এতদসংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদনের কতিপয় বিষয়াদি স্পষ্টীকরেণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর (সওজ) চট্টগ্রাম জোন-কে গত ০৩-১১-২০২১ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮. ২৭.০২১.২১-৩০১ সংখ্যক স্মারকে পত্র দেয়া হয়। তার থেকে প্রাপ্ত ২২-১১-২০২১ তারিখের ৩৫.০১.১৫২৮.০১১.১৬.১৮৬.২১-২৩৫৭ সংখ্যক স্মারকের জবাব/তথ্যাদি, জনাব মোঃ শাফায়াত বিন রশিদ এর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে এ ধরণের কাজে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

এবং

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ শাফায়াত বিন রশিদ (পরিচিতি নং ৬০২৩৬৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সড়ক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী চঃ দাঃ, পটিয়া সড়ক উপ-বিভাগ, চট্টগ্রাম)-কে দায়িত্ব পালনে আরও সর্তক থাকবেন এ পরামর্শসহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মতে "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় (মামলা নং ০৭/২০২১) এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঃ/০৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৩৬.০০.০০০০.০৮২.১৪.০৬১.১৩(খন্ড-৬)-৩২৬—শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি)' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য Foreing Consultant Firm নিয়োগের লক্ষ্যে EoI এবং RFP প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে Proposal Evaluation Committee (PEC) গঠন করা হলো:

(ক)	পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিসিআইসি, ঢাকা।	সভাপতি
(খ)	পরিচালক (পরি. ও বাস্ত.), বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্যবৃন্দ
(গ)	উপসচিব (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয়	,,
(ঘ)	অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	,,
(ঙ)	অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	,,
(চ)	প্রকল্প পরিচালক, জিপিইউএফপি' প্রকল্প।	,,
(ছ)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জিপিইউএফপি।	সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) EOI প্রস্তাবসমূহ পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বরাবর পেশ করবে; এবং

(খ) তালিকাভুক্ত দরদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত RFP প্রস্তাবসমূহ পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করে চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বরাবর পেশ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুঃ নুরুল আমিন খান

উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অবা-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঃ/১৭ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ২৬.০০.০০০০.১১৩.৯৩.০০৫.২০(অংশ-১).৩৯২—অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (ভোজ্য তেল ও চিনি) এর অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (ভোজ্য তেল ও চিনি) এর বিদ্যমান মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সংশোধন ও ব্যয় বিবরণী হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদবি ও দপ্তর/কর্মস্থল	কমিটিতে অবস্থান
১.	অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি)	আহবায়ক
২.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি	সদস্যবৃন্দ
৩.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রতিনিধি	
৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি	
৫.	আইসিএমএবি এর প্রতিনিধি	
৬.	পণ্য সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রতিনিধি	
৭.	মোঃ মাহমুদুল হাসান, সহকারী প্রধান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন।	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (ভোজ্য তেল ও চিনি) এর বিদ্যমান মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

খ. কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করেতে পারবেন।

খন্দকার নূরুল হক

উপসচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঃ/০৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

নং ৩০.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০৫.২১-৩০—কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত ও প্রশমন করার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি "নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটি" নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

ক্রঃ নং	পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কমিটিতে পদমর্যাদা
১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)	আহবায়ক
২.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নহে)	সদস্যবৃন্দ
৩.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নীচে নহে)	
৪.	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এর প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে)	
৫.	বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি (ডিআইজি এর নীচে নহে)	
৬.	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে)	

ক্রঃ নং	পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম	কমিটিতে পদমর্যাদা
৭.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই) এর প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে)	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে)	
৯.	র‍্যাপিট এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে)	
১০.	পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) প্রকল্পসহ বিমানবন্দর এলাকায় হুমকিসমূহ চিহ্নিত করা;

(খ) ঝুঁকিসমূহ প্রশমনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা সুনির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঙ) বিমান অবতরণ ও উড্ডয়নের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(চ) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা এবং মন্ত্রণালয়'কে অবহিত করা;

(ছ) প্রয়োজনে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

(জ) বিবিধ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আহমেদ জামিল
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০১ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.২৫০.২৭.০৩৯.২০.২২৪—যেহেতু, জনাব মোঃ বরকতুল্লাহ (১৭০৫) উপসহকারী প্রকৌশলী বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান না করে ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে সমরাস্ত্র কারখানার ভিতরে প্রবেশ করতে চান এবং নির্ধারিত পোশাক পরিধান না করে নিরাপত্তা সদস্যদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন;

যেহেতু, তিনি বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় কর্মরত স্কীল্ড টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন (১১১৭৭) এবং গাড়ী চালক মোঃ শাহ আলম (১৮৩৫০) (বর্তমানে বরখাস্ত) এর দুইটি মোবাইল সিম ব্যবহার করেন এবং কৌশলে নিজের আয়ত্বে রেখে গোপনে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে হীন উদ্দেশ্যে সমরাস্ত্র কারখানার বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের নামে ভিত্তিহীন, হয়রানিমূলক, মিথ্যা অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে সময়ে অসময়ে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করেন;

যেহেতু, তিনি সমরাস্ত্র কারখানার ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শহীদুল্লাকে শারীকিভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে 'The Civilian Employess in Defence Services (Classfication, Control and Appeal) Rules-1961' এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ বরকতুল্লাহ (১৭০৫) ১৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন এবং ১৫ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব, প্রাসঙ্গিক প্রদর্শিত কাগজপত্র, উপস্থিত সাতক্ষীগণের সাক্ষ্য এবং শুনানী পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত উপসহকারী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ বরকতুল্লাহ (১৭০৫)-এর আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু,সার্বিক বিবেচনায় উপসহকারী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ বরকতুল্লাহ (১৭০৫)-কে 'The Civilian Employess in Defence Services (Classfication, Control and Appeal) Rules-1961' এর ৭(২) উপবিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতিঅন্তে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তাঁর সাময়িক কর্মচ্যুতিকালীন সময় চাকরিকাল হিসেবে পণ্য হবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সেলিনা হক
অতিরিক্ত সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ /০২ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৮.০৯৪.০৯.১৮৩—মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় অনুশাসনক্রমে 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি শেখ হাসিনা' (BAF BASE SHEIKH HASINA) এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার, (Bangladesh Air Force Base Cox's Bazar) নামকরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ /০২ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২২.১১৮.২১.৪৫৪—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০৫৯৬ লেফটেন্যান্ট সাদ সালমি পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি) ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.০১৬.২০-২৪৬—পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলাধীন 'সেতারা স্মৃতি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়'টি ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/২৬ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ তারিখ হইতে সরকারিকরণ করা হইলো।

২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হইবে।

৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকুরী বদলিযোগ্য হইবে না।

৪। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হইলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলমগীর হুছাইন
উপসচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

আদেশ

তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪২৮/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৫৪.১৭-১০—যেহেতু, এ. এস. এম. নাজমুল হক শিমুল, সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা গত ৮ নভেম্বর ২০২০ হতে ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। কোভিড মহামারির কারণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আদেশে সকল সরকারি অফিস বন্ধ ঘোষণা করা হলেও জরুরি পরিসেবা হিসেবে সমুদ্রবন্দর খোলা রাখার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তিনি উক্ত নির্দেশ অমান্য করে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ৯ মে ২০২১ হতে ১১ মে ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০৩(তিন) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। Zoom Apps এর মাধ্যমে গত ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৪ মিনিটের সভায় তিনি মাত্র ২০ মিনিট সংযুক্ত ছিলেন এবং তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ সভাকে অবহিত করেননি;

০২। যেহেতু, এ সকল অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করা হয় এবং উক্ত তদন্তের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্তৃক বারংবার চাওয়া সত্ত্বেও তিনি তথ্যাদি প্রদান করেননি বা কোনো জবাবও প্রদান করেননি। এরূপ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি তদন্তকাজে অসহযোগিতা করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী হিসেবে শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ;

০৩। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক ০৪/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযোগনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি আনীত অভিযোগের বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে সক্ষম হননি। তার বক্তব্য এবং অন্যান্য তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির অতিরিক্ত সময় তিনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার মধ্যে দায়িত্ব সচেতনতার অভাব রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

০৫। যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তথ্য, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় এ. এস. এম. নাজমুল হক শিমুল, সহকারী কমিশনার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

০৬। সেহেতু, এ. এস. এম. নাজমুল হক শিমুল (পরিচিতি নম্বর: ৩০০৩৬৮), সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, মোংলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

আইন ও নীতি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ পৌষ ১৪২৮/১১ জানুয়ারি ২০২২

নং ০৮.০০.০০০০.০২৪.০৪.০০৬.২১.৫—অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মামলা সরকার পক্ষে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ০৩(তিন) জন রিটেইনার এডভোকেট এর নিয়োগের মেয়াদ ১১ ডিসেম্বর ২০২১ হতে ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হলো:

১। মোঃ বদরুল ইসলাম, পিতা-মরহুম মোঃ আবদুল করিম

স্থায়ী ঠিকানা: হাউস নং-১০০, রোড নং-৭, ব্লক-১/৩, ডাকঘর ও উপজেলা-জামালপুর সদর, জেলা-জামালপুর।

বর্তমান ঠিকানা: বিরতী, ১/২, বি, মনেশ্বর রোড, ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

২। সুজিত কুমার ভৌমিক, পিতা-মৃত জগদীশ চন্দ্র ভৌমিক

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর-চকমিরপুর, উপজেলা- দৌলতপুর, জেলা-মানিকগঞ্জ।

বর্তমান ঠিকানা: ৮৯/৩/২, ধলপুর, মজুমদার ভিলা, ফ্ল্যাট নং-৫/বি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

৩। মোঃ মাহবুবুর রশিদ, পিতা-মোঃ মোকসেদ আলী

স্থায়ী ঠিকানা : উত্তর সুজাপুর (কলেজপাড়া), উপজেলা-ফুলবাড়িয়া, জেলা-দিনাজপুর।

বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-৩ (দ্বিতীয় তলা), লেন নং-৫, প্রিয়াংকা হাউজিং, রোড নং-৩, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা।

০২। শর্তাবলি:

(ক) অনিবার্য কারণবশত: উভয় পক্ষ হতে এক মাস পূর্বে নোটিশ/অভিজ্ঞানপত্র প্রদান সাপেক্ষে এই নিয়োগ রহিত/বাতিল করা যাবে;

(খ) রিটেইনার এডভোকেট হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন নিম্নোক্ত হারে ফি/পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবেন:

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	প্রতিটি/দৈনিক	মাসিক ফি
১।	রিটেইনার ফি	..	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা
২।	প্রতি মামলার ড্রাফটিং ফাইলিং এফিডেভিট সম্পাদন খরচ বাবদ (হাইকোর্ট ও আপীলেট উভয় বিভাগ এবং জজকোর্ট ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল (কর ও ভ্যাট) এর জন্য	টাকা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা	..
৩।	প্রতিদিনের হাজিরা বাবদ (হাইকোর্ট এবং আপীলেট উভয় বিভাগ ও জজকোর্ট এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনালের (কর ও ভ্যাট) জন্য	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা	এক্ষেত্রে মাসিক ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার অধিক নহে।
৪।	মামলার শুনানি বাবদ	..	৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা
৫।	টেলিফোন বাবদ	..	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা
৬।	বিবিধ	..	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা

(গ) নিয়োগপ্রাপ্ত রিটেইনার এডভোকেটগণের ফি/পারিশ্রমিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বাজেট হতে (কোড নম্বর-১১১০২০১১০২০০৬) ৩২১১১১০ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনামতে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল অফিসের সাথে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে;

(ঙ) সরকারি স্বার্থে তাঁর/তাঁদের পরিচালনাধীন মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাঁর/তাঁদেরকে সদা তৎপর থাকতে হবে;

(চ) তাঁর/তাঁদের দ্বারা পরিচালিত/হস্তান্তরিত যে কোনো মামলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইনজীবীর নিকট উক্ত মামলার কাগজপত্র/দলিলাদি/অনাপত্তিপত্র হস্তান্তর করতে তিনি/তাঁরা সম্মত থাকবেন;

(ছ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্য আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত যে কোনো মামলা যে কোনো পর্যায়ে তাঁর/তাদের নিকট হস্তান্তর করলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে সম্মত থাকবেন;

(জ) এ বিভাগের প্যানেলভুক্ত আইনজীবী থাকাকালীন তিনি/তাঁরা এ বিভাগের মামলা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিপক্ষকে কোনোরূপ সহযোগিতা/মতামত প্রদান কিংবা এ বিভাগের বিপক্ষে কোনো আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারবেন না;

(ঝ) এ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের মামলা ও আইন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের আন্তরিকতার অভাব কিংবা যথাযথ তদারকির ত্রুটির কারণে সরকার পক্ষ কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর/তাঁদের জবাবদিহিতা থাকবে; এবং

(ঙ) তাঁর/তাঁদের নিকট হস্তান্তরিত সকল মামলার তথ্যাদি যথাযথভাবে রেজিস্ট্রারভুক্তকরতঃ (ডাটাবেজ) প্রত্যেক মামলার হালনাগাদ অবস্থা প্রতি ০২(দুই) মাস অন্তর সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।

৩। উপর্যুক্ত শর্তাধীনে সম্মত থাকলে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ০৭(সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপরে উল্লিখিত শর্তাবলি সম্বলিত বন্ড সম্পাদন এবং বন্ডসহ যোগদানপত্র/সম্মতিপত্র সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবরে দাখিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কানাই লাল শীল
সিনিয়র সহকারী সচিব।